আর্থিক পরিকল্পনা

আর্থিক পরিকল্পনা কী?

সাধারণভাবে একজন মানুষের বর্তমান ও সম্ভাব্য আয়ের উপর ভিত্তি করে সম্ভাব্য ব্যয় (সাধারণ ও বিশেষ) এবং সম্ভাব্য সঞ্চয়ের আগাম হিসাব প্রস্তুতিকেই আর্থিক পরিকল্পনা বলা হয়। বিশেষ ব্যয় বলতে আমরা পরিস্থিতির কারণে উদ্ভূত আকস্মিক ব্যয়কে বুঝি।

যেমন: হঠাৎ অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি।

আর্থিক পরিকল্পনা কেন প্রয়োজন?

আয় বুঝে ব্যয় করাই মূলত আর্থিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। আর্থিক পরিকল্পনায় বর্তমান আয় এবং সম্ভাব্য আয়ের উৎসসমূহ চিহ্নিত করা হয়। একই সাথে, ভবিষ্যতে ব্যয় কী হতে পারে, কোন কোন খাতে এ ব্যয় হতে পারে তা চিহ্নিত করা হয়। একই সাথে সঞ্চয়ের বিষয়েও লক্ষ্য রাখা হয়। ভবিষ্যতে হঠাৎ অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হলে তা কিভাবে মেটানো হবে, সে বিষয়ের একটা রূপরেখা থাকে। তাই নিরাপদ ভবিষ্যৎ এবং আকস্মিক চাহিদা মেটানোর তাগিদে প্রত্যেকের আর্থিক পরিকল্পনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

সঠিক আর্থিক পরিকল্পনা কিভাবে করা যায়?

সঠিক বাজেট ব্যবস্থাপনা তথা আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখার মাধ্যমে সঠিক আর্থিক পরিকল্পনা করা যায়।

- নিজ নিজ আর্থিক অবস্থার মূল্যায়ন করা।
- আর্থিক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তা চিহ্নিত করাসহ আর্থিক প্রয়োজনীয়তাকে বিভিন্ন মেয়াদে ভাগ করা; যেমন: স্বল্পমেয়াদ (০১ বছর), মধ্যমেয়াদ (০১ থেকে ০৫ বছর) এবং দীর্ঘ মেয়াদ (০৫ বছরের অধিক)।
- প্রতিটি প্রয়োজনের বিপরীতে সপ্তাহে/মাসে কত সঞ্চয় করতে হবে তা হিসাব করা।
- মেয়াদ অনুযায়ী সম্ভাব্য প্রত্যেক প্রয়োজনের বিপরীতে অর্থ সংস্থান করা।
- নিয়মিত নিজের সঞ্চয়ের পর্যালোচনা করা এবং মাস শেষে সঞ্চয়ের হিসাব করা।
- আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় হিসাবের জন্য আর্থিক ডায়েরি ব্যবহার করা এবং
- অনুমোদিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সঞ্চয় করা।

বাজেট কী?

আয় ও ব্যয়ের সঠিক পরিকল্পনাই হলো বাজেট। বাজেট হলো আয়ের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর পরিকল্পনা।

ব্যক্তিগত বাজেট করার প্রক্রিয়া কী?

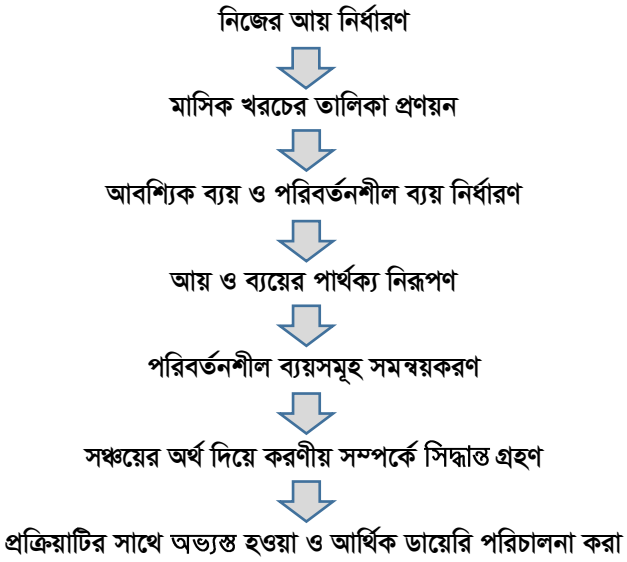

আর্থিক ডায়েরি কী?

সাধারণত প্রতিদিনের আয়-ব্যয়ের হিসাব যে খাতা/ডায়েরিতে লিখে রাখা হয়, সেটাকেই আমরা আর্থিক ডায়েরি বুঝি। এছাড়া, কম্পিউটার বা মোবাইলের মাধ্যমেও ভার্চুয়াল আর্থিক ডায়েরি পরিচালনা করা যায়।

আর্থিক ডায়েরি রাখার প্রয়োজনীয়তা কী?

আর্থিক ডায়েরি আর্থিক পরিকল্পনা করতে সহায়তা করে। প্রতি মাসে কত টাকা প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে ব্যয় হচ্ছে সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। পরবর্তীতে খাত ভেদে খরচ এড়ানো বা কমানোর মাধ্যমে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে ভবিষ্যৎ আর্থিক প্রয়োজন পূরণে সক্ষমতা অর্জন করা যায়।